অষ্টাদশ অধ্যায়

# লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রাসঙ্গিকতা

লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমরা লোকসংস্কৃতি বলতে কি বোঝায় সেই সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করে নিতে পারি। গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় যেমন বলা হয়েছে Govt is for the people, of the people, by the people,—অর্থাৎ জনগণের জন্য সরকার, জনগণের সরকার এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার ; তেমনি লোক সংস্কৃতিকে গণতন্ত্রের সংজ্ঞার অনুকরণে বলতে পারি লোকের জন্য যে সংস্কৃতি, লোকের বা লোক বিষয়ক, লোকের সংস্কৃতি এবং লোকের দ্বারা সৃষ্ট বা উদ্ভূত যে সংস্কৃতি তাই হল লোকসংস্কৃতি।

এখানেই প্রশ্ন উঠবে জন ও লোক এ দুইকি এক নয়? গণতন্ত্রে যেখানে জনগণকে মুখ্য স্থান দেওয়া হয় লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তৎপরিবর্তে লোকের প্রাধান্য কেন? এই 'লোক' কি জনগণের সমর্থক নিছক বিকল্প কোনো শব্দ মাত্র?

উল্লেখ্য যে লোক সংস্কৃতি বা Folkloristics হল বিজ্ঞান, বিজ্ঞানে যেমন নির্দিষ্ট অর্থে কিছু কিছু পরিভাষার ব্যবহার হয়, লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানেও তেমনটি হয়ে থাকে। 'লোক' সেই রকম একটি পরিভাষা লোক সংস্কৃতি বিজ্ঞানে ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি 'Folk'। নিছক তা 'জনগণের' বিকল্প মাত্র নয়, সংহত সমাজের মানুষকেই লোক সংস্কৃতি বিজ্ঞানে বলা হয় লোক—members of an integrated society। একই রূপ ভৌগোলিক পরিবেশে প্রায় একই রূপ অর্থনৈতিক বাতাবরণে একই রূপ জীবন দর্শন ও ঐতিহ্যের অধিকারী হয়ে যারা বাস করে তারাই সংহত সমাজের বলে বিবেচিত হয়। 'জনগণ' বলতে কিন্তু তা বোঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন জীবন দর্শনের অধিকারী, ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিত, অর্থনৈতিক কিংবা ভৌগোলিক দিক দিয়েও নানা বৈচিত্র্যের সমাহার মাত্র হ'ল জনগণ।

এ পর্যন্ত 'লোক' সম্পর্কিত আলোচনা গেল। অবশিষ্ট রইল সংস্কৃতি। একথা ঠিকই যে সাধারণভাবে সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায়, লোকসংস্কৃতি কিন্তু তা নয়। বলতে পারি সংস্কৃতি রূপ দর্পণে একটি জাতির পূর্ণাঙ্গ রূপ বা চিত্র প্রতিফলিত হয়। অপরপক্ষে লোক সংস্কৃতির দর্পণে একটি সংহত সমাজের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ই বিধৃত হতে দেখা যায়।

"It might be defined as the science which studies the expression, in popular beliefs, institutions, practices, oral literature, and arts and pasttimes of the mental and spiritual life of the folk, the people in general in every stage of barbarism and culture." অর্থাৎ লোক সংস্কৃতি বিজ্ঞান হল সেই বিজ্ঞান যা সংহত সমাজের মানুষের প্রচলিত বিশ্বাস, অভ্যাস, মৌখিক সাহিত্য এবং শিল্প আমোদ প্রমোদ ক্রীড়া কৌতুক—এসব কিছুর বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলন করে।

অপর এক পাশ্চাত্য পণ্ডিত লোক সংস্কৃতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন:

Folklore, or popular knowledge is the accumulated store of what mankind has experienced, learned and prcticed across the ages as popular and traditional knowledge, as distinguished from so called scientific knowledge (A.M. Espinosa : SDFML, 1949).

লোকসংস্কৃতি অথবা জনপ্রিয় জ্ঞান হল সেই সংগৃহীত মূল্যবান জ্ঞান ভাণ্ডার যা মানবজাতি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করেছে, শিক্ষা করেছে, অনুশীলন করেছে এবং যা নাকি ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান রূপে যুগ-যুগান্তর ধরে চলে এসেছে।

লোক সংস্কৃতি সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে : 'Folklore may be said to be a true and direct expression of the mind of primitive man.'

অর্থাৎ লোকসংস্কৃতি হল আদিম মানুষের প্রত্যক্ষ ও যথার্থ মানসিক অভিব্যক্তি। একটি সংহত সমাজের মানুষের সার্বিক পরিচয় যেহেতু তার সংস্কৃতিতে লভ্য, তাই লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হল সংহত সমাজের মানুষের জীবন সম্পৃক্ত সবকিছুই—সংগীত, সাহিত্য, ক্রীড়া, কৌতুক, ঔষধ, যানবাহন ব্যবহৃত তৈজস পত্রাদি যন্ত্রাদি বিশ্বাস সংস্কার শিল্পকলা আচার-আচরণ পোশাক পরিচ্ছদ খাদ্য কী নয়।

A Taylor লোক সংস্কৃতির উপাদান বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গে আলোকপাত করে বলেছেন :

Folklore is the material that is handed on by tradition, either by word or mouth or by custom and practice. It may be folksongs, folktales, riddles, proverbs or other materials preserved in words. It may be traditional tools and physical objects like fences or knots, hot cross buns or easter eggs, traditional ornamentation like the walls of Troy or traditional symbols like the swastika. It may be traditional procedures like the throwing salt over one's shoulder or knocking on woods. It may be traditional beliefs like the notion that elder good for ailments of the eye. All these are folklore.'

এই তালিকা থেকেই স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয় যে লোক সংস্কৃতির উপাদানে আছে ব্যাপকতা, আছে বৈচিত্র্য। আর ব্যাপকতা তথা বৈচিত্র্যের জন্যই লোকসংস্কৃতির

উপাদানগুলিকে আমরা একটি মাত্র পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি না।

লোক সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান যেমন ছড়া, কথা, প্রবাদ এসব মুখে মুখে রচিত হয় এবং স্মৃতি বাহিত হয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করে। কিন্তু লোক বিশ্বাস সংস্কার তো বাচনিক ব্যাপার নয়। যাত্রার সময়ে হাঁচি হলে বাধা পড়েছে বলে যারা মনে করে এ হল তাদের বিশ্বাস। আবার সাপে কামড়ালে ওঝাকে ডেকে যে ঝাড়ফুঁক করা হয়, মন্ত্রতন্ত্র আবৃত্তি করা হয় তা আচার অনুষ্ঠানের অন্তর্গত যেমন, তেমনি লোক বিশ্বাসেরও অন্তর্ভুক্ত। মাঠে চাষের কাজে যে লাঙল কিংবা নিড়ানি ইত্যাদির ব্যবহার করা হয় সেগুলি লোক যন্ত্রের নিদর্শন। মাটি দিয়ে তৈরি করা হয় ঘট, হাঁড়ি, কলসি, থালা—এসব লোক শিল্পকলার নিদর্শন। পাল্কি, গরুরগাড়ি এসব হল লোকযান। খুব কাশি হলে তুলসিপাতা মধু দিয়ে খাওয়ানো কিংবা পেট খারাপ হলে গাঁদাল পাতার ঝোল খেতে দেওয়া হয়। এসব হল লোক ঔষধের নিদর্শন।

লোক সংস্কৃতির উপাদানগুলির চরিত্র নির্মিতি কৌশল, গঠন প্রকৃতি প্রভৃতির বিচারে এগুলিকে বস্তু নির্ভর লোক সংস্কৃতি Material Folklore এবং অ-বস্তু নির্ভর লোক সংস্কৃতি বা Non material Folklore-এর পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি। Material Folklore বা বস্তু নির্ভর লোকসংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি পোশাক পরিচ্ছদ, বিভিন্ন লোক শিল্পের উপকরণ, লোক ঔষধ, লোক যানবাহন লোক যন্ত্রপাতি, লোকাহার, অপরপক্ষে Non-material Folklore বা অ-বস্তু নির্ভর লোকসংস্কৃতির প্রধান নিদর্শন হল লোক সাহিত্য, লোক বিশ্বাস, সংস্কার, লোক নাট্য ইত্যাদি। লোক সাহিত্য লোক সংস্কৃতিরই অপরিহার্য অঙ্গ স্বরূপ। লোক সংস্কৃতিতে ব্যক্তির ভূমিকা ম্লান, ব্যষ্টি এখানে সমষ্টির দ্বারা আচ্ছন্ন। আর লোক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হল ঐতিহ্য নির্ভরতা। দীর্ঘদিন ধরে যা নাকি অনুসৃত হয়ে আসছে বা সৃষ্ট হচ্ছে তাই হল ঐতিহ্য। লোক সংস্কৃতির অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল স্বতঃস্ফূর্ততা, অকপটতা এবং সারল্য, অনাবশ্যক জটিলতাকে লোক সংস্কৃতি প্রশ্রয় দেয় না। প্রশ্রয় দেয় না কাপট্যকে। লোক সংস্কৃতিতে তাই প্রাণের স্বাভাবিক স্ফূরণ লক্ষিত হয়। বলিষ্ঠতা এর মজ্জাগত। আরও একটি বৈশিষ্ট্য লোক সংস্কৃতিকে বিশিষ্টতা দান করেছে, তা হল এর আঞ্চলিক ধর্ম। পরিশীলিত সংস্কৃতির মত লোক সংস্কৃতির ব্যাপকতর ক্ষেত্রে বিস্তৃতি, স্বীকৃতি, পরিচিতি অনুপস্থিত।

এইবার আমরা আমাদের মূল আলোচনায় প্রবেশ করব। লোক সংস্কৃতি চর্চার প্রাসঙ্গিকতার সন্ধানে প্রয়াস পাব। একথা অনস্বীকার্য যে বর্তমানে লোক সংস্কৃতি চর্চায় বিশেষ একটা উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষিত হচ্ছে। বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক, তত্ত্বগত ও তথ্যগত আলোচনা স্থান পাচ্ছে। এমনকি লোকসংস্কৃতির বিশেষ দিককে আশ্রয় করে বিশেষ বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হচ্ছে সাময়িক পত্রপত্রিকার। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক সংস্কৃতির আংশিক অথবা পূর্ণাঙ্গ পঠন পাঠন শুরু হয়েছে। লোক সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণায় অনেক গবেষক নিযুক্ত হয়েছেন, রচনা করছেন তাঁদের অভিসন্দর্ভ, লাভ করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ

উপাধি। কম বেশি প্রতিটি জেলায় লোক সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেশ কিছু লোক সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। লোক সংস্কৃতির চর্চায় সরকারি বেসরকারি প্রয়াস যুক্ত হচ্ছে। আয়োজিত হচ্ছে লোক সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনাচক্র কিংবা কর্মশালা। অবিমিশ্র লোক শিল্পের বিভিন্ন উপকরণাদি নিয়ে আয়োজিত হচ্ছে প্রদর্শনী বা মেলা। বেশ কয়েকটি লোক সংস্কৃতি বিষয়ক সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেতারে দূরদর্শনে নিয়মিতভাবে লোক সঙ্গীতের অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে। প্রদর্শিত হচ্ছে লোক শিল্পকেন্দ্রিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান। বহু মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত কিংবা অভিজাত পরিবারে লোক শিল্পের বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে। বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী তাঁদের নাট্য প্রযোজনায় লোকনাট্যের আঙ্গিক অনুসরণে সচেষ্ট হয়েছেন অথবা থার্ড থিয়েটারের সঙ্গে লোক নাট্যের সাযুজ্য দেখে তাঁদের প্রযোজনায় এর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন। বাঁকুড়ার ঘোড়া, পুরুলিয়ার ছৌনৃত্য কিংবা টুসু, ভাদু গান, ঝুমুর, চট্‌কা ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালির সঙ্গে কম বেশি বহু মানুষেরই পরিচিতি গড়ে উঠেছে এবং এ পরিচয় ক্রমবর্ধমান। অনেকেরই ধারণা এবং এ ধারণা যে একেবারে অমূলক তাও নয়—তথাকথিত পরিশীলিত সংস্থার বাতাবরণে মানুষ ক্লান্তিবোধ করে কিছুটা বৈচিত্র্য আস্বাদনের জন্য লোক সংস্কৃতির অঙ্গনে উপস্থিত হয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় দীর্ঘকাল জনবহুল শহরে অবস্থান করতে করতে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত বৈচিত্র্যহীনতার শিকার মানুষ যেমন মুক্ত নীলাকাশের সন্ধানে নির্মল দূষণমুক্ত বাতাস সেবনের জন্য অরণ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য আস্বাদনের অভিপ্রায়ে, পাখির সুমিষ্ট কুজনে তৃপ্তি পেতে নব কিশলয়ের কোমল পেলব স্পর্শ লাভের আশায় অল্প সময়ের জন্য পল্লীগ্রামে বেড়াতে যায়, তেমনি। কারো কারো ধারণা লোকসংস্কৃতির চর্চায় যত না আন্তরিকতা, তদপেক্ষা হুজুগের মাত্রাটাই অধিক। নিজেদের পরিশীলিত সংস্কৃতির রসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে, এই সংস্কৃতির প্রতি অসীম শ্রদ্ধাশীল হয়েও নিছক কৌতূহল কিংবা অবজ্ঞার দৃষ্টি নিয়ে মানুষ লোক সংস্কৃতির পরিচয় লাভে সচেষ্ট। গ্রামের খেটে খাওয়া নিরক্ষর সহজ সরল মানুষগুলির যে সংস্কৃতি তার আর মান কতখানি উন্নত হবে! এই ধারণা অনেকের মধ্যেই বদ্ধমূল। তবে যেমন অট্টালিকা অথবা প্রাসাদে বসবাসকারী উন্নাসিক ব্যক্তি কুটীরে বসবাসকারী ব্যক্তির কুটিরে ভ্রূকুঞ্চিত মুখে ক্বচিৎ কদাচিৎ উঁকি ঝুঁকি মারে, শহরের তথাকথিত শিক্ষিত মানুষদের লোক সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টিপাতও তেমনিই, আন্তরিকতা প্রসূত নয় তা; এরা বাদে আর এক শ্রেণির মানুষ আছেন যাঁরা নিজেদের আধুনিক মনস্ক বলে বিশ্বাস করেন। যুক্তিশীল বলে নিজেদের জাহির করায় পটু এবং এজন্য অন্যদের কাছ থেকে সম্ভ্রম আদায়ে ব্যগ্র, তাঁদের কাছে লোক সংস্কৃতি অতীতের ব্যাপার এবং তা অনিবার্য ভাবে অস্তাচলগামী। বর্তমানের গতিশীল জীবনে একে টিঁকিয়ে রাখা নিষ্প্রয়োজন। এবং লোক সংস্কৃতি এঁদের চোখে নিতান্ত তরল অথবা স্থূল

ব্যাপার Past is always golden—যা কিছু অতীতের, ঐতিহ্যাশ্রিত তাই মূল্যবান বলে এঁরা মেনে নিতে একান্তভাবে অনিচ্ছুক।। এঁদের হিসেবি মনের কাছে তাই লোকসংস্কৃতির চর্চা ও অনুশীলন অর্থহীন, তা প্রাসঙ্গিকতা বর্জিত। তাই এঁদের বিবেচনায় অহেতুক লোক সংস্কৃতির চর্চায় মনোনিবেশ করে মূল্যবান সময়ের অপচয় অনুচিত, অযৌক্তিক। লোকসংস্কৃতির প্রতি মানুষের আগ্রহ যে ক্রমর্ধমান এ সত্য যেমন অনস্বীকার্য, তেমনিই স্বীকার্য এর সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের বিপরীত ধর্মী ধ্যান ধারণা। এখন লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রাসঙ্গিকতার কারণগুলি আমাদের গভীরভাবে নির্ধারণ করতে হবে, দেখতে হবে নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে সত্য সত্যই এর অনুশীলন ও চর্চার গুরুত্ব আছে কিনা এবং যদি আদৌ থাকে তবে সে গুরুত্বের পরিমাণ কতখানি।

A. M. Espinosa, standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend এ মন্তব্য করেছেন, 'Folklore has very deep roots and its traces are ever present even among peoples that have reached a high state of culture.

যাঁরা নিজেদের উচ্চ বা পরিশীলিত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বলে মনে করেন, সেই তথাকথিত পরিশীলিত সংস্কৃতির গভীরেও লোক সংস্কৃতির সন্ধান লাভ সম্ভব। অর্থাৎ পরিশীলিত সংস্কৃতি লোক সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে আত্মপ্রকাশ করে না—বা রূপ পরিগ্রহ করে না। নির্দিষ্টভাবে কিছু দৃষ্টান্তের আশ্রয়ে দেখা যাক এ বক্তব্য কতখানি যথার্থ। মিথ বা লোকপুরাণ লোক সংস্কৃতির এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। লোকসংস্কৃতির প্রতীক বিষয় রূপে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যা এই myth বা লোকপুরাণের কাছে কতটা ঋণী আমরা তার পরিচয় গ্রহণ করতে পারি। Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune ও Pluto এই যে আটটি গ্রহ সব ক'টির নামকরণ করা হয়েছে পৌরাণিক নামানুসারে। মহাকাশযান কিংবা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের নামকরণ করা হয়েছে Gemini, Apollo, কিংবা Mercury বা Zeus—এ সবই লোকপুরাণের প্রভাবজাত। প্রাচীন গ্রিসের স্থাপত্যবিদ্ ফিডিয়াস (Phidias) তাঁর স্বর্ণ ও হস্তিদন্তের মূর্তি নির্মাণের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। এই মহান শিল্পীর সৃষ্ট বিখ্যাত সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে Olympia-য় Zeus, Athensএ Parthenos, Elis এ Aphrodite, Ephasus এ Amazon। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত Zeus, Aphrodite, Artemis, Heracles, Poseidon ইত্যাদি প্রতিকৃতিগুলিও উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ভ্যাটিকান মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে Laocoon, Michael Angelo-র মৃত্যুপথযাত্রী Adonis, Titian এর Bacchum ও Ariadna। এইসব মহান সৃষ্টির মূলে প্রেরণা রূপে কাজ করেছে লোক পুরাণের বিশেষ বিশেষ চরিত্র ও ঘটনা।

শব্দভাণ্ডারের সমৃদ্ধিতেও লোকপুরাণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ইউরোপীয় ভাষা

গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম সমৃদ্ধ হল ইংরেজি। ইংরেজি ভাষার শব্দভাণ্ডারে বহু শব্দই লোকপুরাণ বা মিথ থেকে সংগৃহীত হয়ে সৃষ্ট হয়েছে। যেমন রোমান লোকপুরাণের দেবী, Hypenion & Thia র কন্যা Aurora; এই Aurora থেকে সৃষ্টি হয়েছে Aurora Australis যার অর্থ হল উত্তর মেরু জ্যোতিঃ। Mars হলেন রোমান লোকপুরাণ মতে যুদ্ধ ও কৃষির দেবতা। ইনি Zeus ও Hera'র পুত্র। Aphrodite এর অবৈধ প্রণয়ীও ইনি। ট্রয়ের যুদ্ধের সময় মার্স ট্রয়ের অধিবাসীদের সহায়তা করেছিলেন। এ হেন Mars থেকে সৃষ্টি হয়েছে Martial শব্দটি, যার অর্থ যুদ্ধ বিষয়ক। আমরা Chaos শব্দটির সঙ্গে পরিচিত। এই শব্দটি গ্রিক পুরাণ থেকে সংগৃহীত। সৃষ্টির পূর্বেকার আকারহীন অব্যবস্থিত বস্তুপিণ্ড পরিচিত Chaos নামে। এর থেকেই বিশ্বের সৃষ্টি বলে অনুমিত হয়। এ হেন Chaos এর বিশেষণ রূপে আমরা পেয়েছি যে শব্দকে তা হ'ল Chaotic, যার অর্থ বিশৃঙ্খল।

বাংলাতেও বহু শব্দ বা বাক্যাংশ আমরা গ্রহণ করেছি পুরাণ থেকে বিশেষত রামায়ণ ও মহাভারত থেকে। কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লিখিত হল দক্ষযজ্ঞ অগস্ত্যযাত্রা কুরুক্ষেত্র, জড়ভরত, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ইত্যাদি।

সাহিত্য সৃষ্টিতেও মিথের সুগভীর প্রভাব লক্ষ্য করার। কবি হুইটম্যান মন্তব্য করেছিলেন 'Great are the myths'। বিখ্যাত গ্রিক ট্রাজেডির অনেকগুলিই মিথ অবলম্বনে রচিত। যেমন Aeschylus, Sophocles এর অনেকগুলি বিখ্যাত সৃষ্টির মূলে ছিল মিথ। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য Agamemnon, Prometheus, Oedipus,Antigone, Electra ইত্যাদি।

গ্রিকদের মতো রোমানদেরও আমরা মিথকে আশ্রয় করে সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্রতী হতে দেখেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে Horace, ovid, virgil প্রমুখদের নাম। Horace এর odes এবং Epodes, ovid এর Metamorphoses, the Herodes, virgil এর Aeneid সাহিত্য রসিকদের কাছে খুবই পরিচিত।

আধুনিক কালের সাহিত্যিক কবিরাও মিথ অবলম্বনে সাহিত্য রচনায় পিছিয়ে থাকেন নি, থাকেননি যে তার প্রমাণ Mathew Arnold এর Palladium, Philomela, Urania। Robert Bridges লিখেছিলেন Eros and Psyche, Prometheus the Firegiver, Return of Ulysses, Chaucer লিখেছেন The Legend of good women, The Knights' Tale, The Monk's Tale, The Parliament of Fowls। কবি John Keats লিখেছেন Hymn to Apollo, Endymion, Ode to Psyche, ode on a Grecian Urn। Marlowe লিখেছেন Tragedy of Dido, Queen of Carthage। কবি Milton লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত Paradise Lost, Comus, Lycidas। P.B.Shelley লিখেছেন Hymn to Apollo, Hymn to Mercury, Prometheus Unbound, Oedipus। কবি Swinburne লিখেছেন Eurydice, The garden

of Proserpine Tresias। W. B. Yeats লিখেছেন To Dorothy Wellesley, Delphia Oracle upon Plotinus; E. M. Forster লিখেছেন The story of a Panic, The Road from Colonus, James Joyce লিখেছেন Ulysses, Eugene O Neill, Jean Paul Santre কেউই বাদ যাননি। বাংলা কাব্য সাহিত্যেও লোকপুরাণের প্রভাব লক্ষ্য করার মত। মধুসূদন তাঁর মেঘনাদবধকাব্য কিংবা বীরাঙ্গনায় পুরাণকে ভিন্নতর ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথকেও পুরাণের নবতর ব্যঞ্জনা দিতে দেখা গেছে তাঁর 'কর্ণ কুন্তী সংবাদে', 'গান্ধারীর আবেদনে', 'পতিতা' শীর্ষক কবিতায়, মুক্তধারা এবং রক্তকরবীর মতো নাটকে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসুরা মিথকে তাঁদের কাব্যে ব্যবহার করেছেন কখনো প্রতীকী রূপে, কখনও বা মনস্তত্ত্বের সার্থক অভিব্যক্তি রূপে। আমরা পরিশীলিত সংস্কৃতিতে লোকপুরাণের সুদূর প্রসারী প্রভাব সম্পর্কে যে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি, তার অর্থ কিন্তু এই নয় বা পরিশীলিত সংস্কৃতি কেবল লোকপুরাণের কাছেই ঋণী। আসলে পরিশীলিত সংস্কৃতি লোকসংস্কৃতির দ্বারা কত গভীরভাবে প্রভাবিত, তারই নিদর্শন স্বরূপ লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত লোক সাহিত্যের একটি শাখা লোক পুরাণকে প্রতীক রূপে গ্রহণ করে তার প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

পরিশীলিত সাহিত্যে লোক সাহিত্যের প্রভাব বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধে বলেছেন :

'গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে ; তাহা বিশেষরূপে সংকীর্ণরূপে দেশীয় স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তগম্য; সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না। সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাকটার উপরে দাঁড়াইয়া আছে। এইরূপ নিম্নসাহিত্য ও উচ্চ সাহিত্যের মধ্যে বরাবর ভিতরকার একটি যোগ আছে। যে অংশ আকাশের দিকে আছে তাহার ফুল-ফল-ডাল-পালার সঙ্গে মাটির নিচেকার শিকড়গুলোর তুলনা হয় না, তবু তত্ত্ববিদ্‌দের কাছে তাহাদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নহে।'

অতএব নিম্নসাহিত্য ও উচ্চ সাহিত্যের মধ্যেকার এই যে ভিতরকার যোগ তার সন্ধান লাভ ব্যতিরেকে কখনই উচ্চ সাহিত্যের সম্যক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা আধুনিক বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম সার্থক স্রষ্টা বঙ্কিমের রচনার উল্লেখ করব। আমরা জানি উপন্যাসের ফর্মটি পাশ্চাত্য দেশীয় এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্কিম বিশেষ করে স্কটের অনুগামী ছিলেন। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র নিছক পাশ্চাত্যের অনুকরণ করেই তাঁর উপন্যাসগুলি রচনা করেননি।

বাঙালি জীবনের সঙ্গে তাঁর উপন্যাসগুলির নিবিড় যোগ। জাতীয় ঐতিহ্য অনুসৃত হয়েছে তাঁর রচনায়। আর সেই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাপক জাতীয় স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হয়েছেন। বঙ্কিমের 'দেবী চৌধুরাণী' অনুশীলন তত্ত্ব নির্ভর রচনা হলেও দেখা গেছে প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরের অবাধ্য হয়ে একাদশীর দিন জোর করে মাছ খেয়েছে। 'গোবরার মা হাট হইতে মাছ না আনিলে, প্রফুল্ল খালে, ডোবা, বিল, আপনি জাল দিয়া মাছ ধরিত...।' সধবা বাঙ্গালী নারী একাদশীতে মাছ খাওয়ার সংস্কার মেনে চলে, প্রফুল্লও সেই সংস্কার মেনে চলেছে। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে এক প্রহর রাত্রি অতিবাহিত হলে কপালকুণ্ডলা গৃহ থেকে একাকী নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। কপালকুণ্ডলার ভাষায়, 'শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে বশ করিবার জন্য ঔষধ চাহে, আমি ঔষধের সন্ধানে যাইতেছি'। কপালকুণ্ডলা আরও জানিয়েছে, 'দিবসে ঔষধ ফলেনা। ... স্ত্রী লোকের এলোচুলে তুলিতে হয়'।

'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে সাগর ঠানদিদিকে রূপকথা বলার অনুরোধ জানালে ব্রহ্ম ঠাকুরানী বিহঙ্গমের গল্প আরম্ভ করেছে। সাগর তা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লেও ব্রহ্মঠাকুরানী কিন্তু দুদণ্ড ব্যাপী তাঁর গল্প চালিয়ে গেছেন। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বালকের দল হীরার আয়ির পেছনে পেছনে যে ছড়া আবৃত্তি করেছে তাতে মৌলিক ছড়ার প্রভাব বেশ স্পষ্ট :

হীরার আয়ি বুড়ী
গোবরের ঝুড়ি।
হাঁটে গুড়ি গুড়ি,
দাঁতে ভাঙে নুড়ি
কাঁঠাল খায় দেড় কুড়ি।

বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির আঙ্গিক বা গঠন রীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনায় বাংলার লোককথা ও অপরদিকে আরবী ফার্সী উপন্যাসগুলিই তাঁকে বেশি করে আকৃষ্ট করেছিল। এইভাবে বঙ্কিম উপন্যাসে অজস্র লৌকিক উপাদান, লোকায়ত সংস্কৃতির নানা কিছু গৃহীত হয়েছে। কোনো কোনো উপন্যাসে ত আবার রূপকথার আঙ্গিক অনুসৃত হতে দেখা গেছে যেমন 'দুর্গেশ নন্দিনী'।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের প্রধানতম ভাণ্ডার। এহেন রবীন্দ্রনাথের সর্বোত্তম দান বলে যে তাঁর রচিত সঙ্গীতের কথা একবাক্যে স্বীকার করা হয়, তার বেশ কিছুই বাউল ও অন্যান্য লোকসঙ্গীতের সুরে গীত হয়ে থাকে। যেমন আমার সোনার বাংলা, ও আমার দেশের মাটি, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ, তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে ইত্যাদি।

বিবাহ অনুষ্ঠান কিংবা শাস্ত্রীয় পূজার্চনাতেও আমরা লৌকিক প্রভাব স্পষ্টতই

প্রত্যক্ষ করি। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠানের দুটি স্পষ্ট বিভাগ একটি সম্পূর্ণ রূপে শাস্ত্রীয় অপরটি লৌকিক।

আমাদের বিবাহানুষ্ঠানের শাস্ত্রীয় ভাগে রয়েছে সংস্কৃত মন্ত্র, হোমযজ্ঞ, সম্প্রদান, সপ্তপদী ইত্যাদি। আর এই শাস্ত্রীয় ক্রিয়া কাণ্ডের কর্তা হলেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত। দ্বিতীয় যে ভাগটি দেশি বা লৌকিক তাতে পুরোহিতের কর্তৃত্ব অনুপস্থিত। এই লৌকিক আচারগুলির নিয়ন্ত্রণ নারীদের হাতে। যেমন বাসর ঘরের কড়ি খেলা কন্যার হাতে ল্যাটা মাছ ও ভরা ঘট তুলে দেওয়া, কলা তলায় পাত্রী অনাবৃত পৃষ্ঠদেশে পাত্রকর্তৃক সিঁদুরের পুতুল অঙ্কিত করা, হাই হামলা বাটা ইত্যাদি।

বাঙালির সর্বাপেক্ষা বড় উৎসব হল শারদোৎসব। দুর্গাপূজার শাস্ত্রীয় সমর্থন যতই থাক, নবপত্রিকা সংক্রান্ত ব্যাপারটি যে লৌকিক আচার অনুষ্ঠানেরই অনুসৃতি, বৃক্ষপূজার ধারাবাহিকতারই প্রমাণ এ সত্য অস্বীকারের উপায় নেই।

তাই যখন বলা হয় 'Folklore perpetuates the pattern of culture, and through its study we can often explain the motifs and the meaning of culture' তখন আর তাকে অতিশয়োক্তি বলে মনে হয় না। বরং স্বীকার না করে উপায় থাকে না 'The Science of folklore, therefore contributes in a great measure to the history and interpretation of human life!'

লোক সংস্কৃতি যে মানুষের জীবনের ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে, লোকাচারের আন্তর তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করে, অভিপ্রায়ের বিশ্লেষণ করে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে সহায়তা করে তার আরও কিছু নিদর্শন অন্যান্য ক্ষেত্রে থেকে উদাহৃত হল। বিবাহে কড়ির ব্যবহার সুপ্রচলিত। কেননা কড়ি স্ত্রী চিহ্নসূচক আকৃতির জন্য উর্বরতা দ্যোতক রূপে গৃহীত হয়েছে। আমরা জানতে পারি যে আদিম মনে বস্তুরআকৃতি প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের কারণে অনুকৃতিমূলক যাদু সংস্কারের উদ্ভব হয়েছিল। নববধূর হাতে মাছ দেওয়া হয় তার কারণ মাছ বহু সন্তান ধারণে সক্ষম এখানে Fertility cult.-এর প্রভাব লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নববধূর হাতে ল্যাটা কিংবা মাগুর মাছ দেওয়ার রীতি, কারণ এই সব মাছ পুরুষ-চিহ্ন ব্যঞ্জক। বিবাহের দিন বরকে দেওয়া হয় লৌহ নির্মিত জাঁতি অপর পক্ষে কনেকে দেওয়া হয় কাজল লতা। তার কারণ লোহাকে অশুভ শক্তির মোকাবিলায় সার্থক ধাতু রূপে গণ্য করা হয়। বিবাহের মত শুভ অনুষ্ঠান যাতে অশুভ শক্তির চক্রান্তে পণ্ড না হতে পারে, সেই বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবেই লৌহ নির্মিত জাঁতি ও কাজললতা রাখার রীতি চলে এসেছে। আপনজনের মৃত্যু হলে যে অশৌচ পালনের সময়ে গলায় লোহার চাবি ঝোলানো হয়, তার মূলেও একই কারণ বিদ্যমান—মৃত ব্যক্তির আত্মা যাতে কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য আত্মরক্ষা মূলক ব্যবস্থা এটি। রূপকথার গল্পে রাক্ষসকে

যে নর মাংসাহারী রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে তার মূলে রয়েছে আদিমজাতির মানুষের নর মাংস আহারের রীতি cannibalism এর প্রভাব, এ ব্যাখ্যা ত লোক সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমেই আমাদের জানা। কিংবা রূপকথায় যে দেখা গেছে রাজার ঘোষণা সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে যে পুরুষের মুখ দেখবেন তারই সঙ্গে কন্যার বিবাহ দানের অঙ্গীকার—তার মূলে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব, জাতিভেদ প্রথার অনুপস্থিতি, বিবাহের পর পাত্রের কন্যার গৃহে অবস্থানের সুযোগ এবং বিবাহসূত্রে শ্বশুরের সম্পত্তি ভোগের অধিকার লাভে আর্থিক নিরাপত্তার অধিকারী হওয়ার বিষয়গুলি লোক সংস্কৃতিবিদ্‌রা আমাদের জানিয়েছেন।

কবি গেয়েছেন 'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি'—এ যে নিছক কবি কল্পনা কিংবা আতিশয্যমণ্ডিত উক্তি নয় বাস্তব সত্য লোক সংস্কৃতি বিজ্ঞানের চর্চাতেই তা আমাদের জানা। একই রূপ প্রথা ও আচার বিশ্বাস সংস্কার যে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্যমান, দীর্ঘকাল ধরে এগুলি অনুসৃত হয়ে এসেছে যা আজও চলছে, লোক সংস্কৃতির অনুশীলন ও চর্চার সুবাদেই তার হদিস আমরা পেয়েছি, পেয়ে থাকি। যেমন বিবাহে সপ্তপদী আমাদের সমাজে প্রচলিত। অনুরূপ ভাবে পঞ্চপদী বা ত্রিপদী প্রথা জার্মানি, স্কটল্যাণ্ড, মস্কো, সুইডেন, আলবেরিয়া, যুগোস্লোভিয়া প্রভৃতি দেশেও বিদ্যমান। বিবাহের দিন বর-কনের উপবাসের রীতি কেবল আমাদের সমাজেরই বৈশিষ্ট্য নয়, এই রীতি অনুসৃত হয় পেরুতে, উগাণ্ডায়, সাইবেরিয়ায়। আমাদের সমাজে যেমন কালরাত্রি অনুসরণের প্রথা, অর্থাৎ যে রাত্রে বর-কনের মধ্যে সহবাস তো দূরের কথা, দেখা সাক্ষাৎও নিষিদ্ধ, অনুরূপ প্রথা প্রচলিত রয়েছে সুমাত্রা, বোর্নিও নিউগিণি পলিনেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে।

আমাদের দেশে বহু সমস্যার মধ্যে ইদানীং যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির হানিকর পরিবেশ সূচিত হয়েছে, মাঝে মধ্যেই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়ে জাতীয় সংহতির বন্ধনকে শিথিল করে দেয় এই ধরনের সমসাময়িক সমস্যাগুলির নিরসনে লোক সংস্কৃতিকে সার্থক ভাবে ব্যবহার করা চলে। লালনের সেই বহুখ্যাত 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে'র মত বহু লোক সঙ্গীত আছে যার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণটিকে সুরক্ষিত করা যায়। কিংবা নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে অথবা পরিবেশদূষণের মোকাবিলায়, জনসংখ্যা বিস্ফোরণের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে, বিশাল সংখ্যক নিরক্ষর মানুষকে কর্তব্য সচেতন করে তুলতে পটুয়ার গান, অন্যান্য লোক সঙ্গীত ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, নেওয়া হচ্ছেও। মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশবাসীকে সচেতন করতে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' প্রণয়ন করেছিলেন মেয়েলি ব্রতকথার আদলেই। চারণ কবি মুকুন্দ দাস যাত্রার আঙ্গিকের সাহায্যে দেশ প্রেমের বীজ বপন করতেন দেশবাসীর মনে এসব তথ্য বিস্মৃত হবার নয়।